সঞ্চয়

(গল্পগ্রন্থ – বিধু মাস্টার)

অতুল স্ত্রীকে ডেকে বললে—সে টাকা কোথায় গেল ?বাক্সের মধ্যে যে টাকা ছিল ?

স্ত্রী দ্বিতীয় পক্ষের বউ, স্বামীকে বেশ ভয় করে। সম্প্রতি টাইফয়েড থেকে উঠে অনেক কথাই মনে করে রাখতে পারে না।

ভয় পেয়ে বললে—কেন, বাক্সের মধ্যে তোয়ালে-বাঁধা ছিল—নেই ?

—দেখছি নে তো। তুমিও দেখো না খুঁজে।

যা গিয়েছে তা আর পাওয়া যায় না। সে টাকাও পাওয়া গেল না। বাক্সের মধ্যে তো নেই-ই—কোথাও তা নেই। বিমলা সারাদুপুর ধরে শত জায়গায় খুঁজেও তার কোনো কিনারা করতে পারলে না। সন্ধ্যার সময় ম্লান মুখে এসে স্বামীকে বললে—সে তো পেলাম না ?

—পাবে না আমি জানি। আমার জিনিসে তোমাদের কোনো মায়া নেই। যেদিন নিরুপমা (প্রথম পক্ষের স্ত্রী) গিয়েছে, সেদিনই সব গিয়েছে। তোমার বাক্সে অতগুলোটাকা রইল; কাপড় আছে, সায়া-সেমিজ, পাউডারের কৌটো ঠিকই রইল—তোয়ালে-বাঁধা টাকাটাই গেল চুরি !

সদ্য টাইফয়েড থেকে উঠেছে বিমলা।

তার অধিকাংশ কথাই মনে থাকে না। তোরঙ্গের মধ্যে তার জামাকাপড় সাবান এসেন্স ছিল সবই সত্যি বটে, কিন্তু সে ভেবে দেখলে গত তিন মাসের মধ্যে সে রোগশয্যায় পড়ে ছিল মাস দুই—মরণের দ্বার থেকে ফিরে এসেছে তাও সে জানে। স্বামীই সর্বদা শিয়রে বসে পাখার বাতাস করে, মাথায় ঘটি ঘটি জল ঢেলে, কত রকমে সেবাশুশ্রূষা করে তাকে বাঁচিয়ে তুলেছে—একথা তার ভাসা-ভাসা মনে আছে। অসুখ সেরে উঠে আজ দিন কুড়ি সে বাপেরবাড়ি এসেছে—সেই তোরঙ্গটাও এখানে এসেছে সঙ্গে।

অসুখের আগে একদিন অতুল খাজনা আদায় করে অনেকগুলো টাকা আনে। বিমলা বায়না ধরলে—ওগো, কিছু টাকা আমায় দাও—দিতেই হবে—ছাড়ব না কিছুতেই।

অতুল দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর অন্যায় আবদারে একটু বিরক্ত না হয়ে পারলে না। সংসার-খরচের টাকা, জমাবার মতো বেশি টাকা যদি থাকত তবে সে কথা স্বতন্ত্র। তা যখন নেই, অত বড় মেয়ের বোঝা উচিত। কিন্তু স্ত্রী বায়না ধরলে ছেলেমানুষের মতো—এ টাকাগুলো আমি আমার বাক্সে তুলে রাখব—দাও আমাকে, ওগো ?

অতুল পাঁচটি টাকা অন্য খরচের জন্য রেখে বাকি টাকা স্ত্রীর হাতে তুলে দিল। অতুলেরই একটা আধ-ময়লা রুমালে বিমলা টাকাগুলো বেঁধে তাকে ছোলার কলসির মধ্যে রেখে দিল।

রাত্রে অতুল বললে—টাকা কোথায় রেখেছ ?

—তাকে, ছোলার কলসির মধ্যে।

—থাক, ভালো জায়গা। কেউ টের পাবে না।

এর কিছুদিন পরে বিমলা পড়ল শক্ত টাইফয়েডে। দুদিন পাঁচদিন করে যখন আঠারো দিন কেটে গেল—তখন বাড়ির ঝি একদিন বিমলার ভাগ্নীকে বললে—দিদিমণি, ছোলাগুলো রোদ্দুরে দেব ?বর্ষাকাল, নষ্ট হয়ে যাবে একেবারে।

বিমলার এই ভাগ্নী তার মামার সংসারেই থাকত। অবিবাহিতা, তেরো-চৌদ্দ বছর বয়েস। সে ছেলেমানুষ, কিছুই জানে না টাকার খবর। তার সম্মতি পেয়ে ঝি ছোলার কলসি তাক থেকে পেড়ে ছোলা ঢালতে গিয়ে রুমালে বাঁধা কি একটা দেখতে পেলে।

প্রথমে সে বুঝতে পারেনি জিনিসটা কি। হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে যখন বুঝলে এতেপয়সাকড়ি বাঁধা, ততক্ষণে বিমলার ভাগ্নী জয়ন্তী সেখানে চুলের দড়ি রোদে দিতে এসে দাঁড়িয়েছে। জয়ন্তী বললে—কি গো ওটা ?

—তা কি জানি দিদিমণি, এই তো বেরুল এর ভেতর থেকে—কি জানি !

—দেখি দেখি, দাও তো ?

বাড়িতে কেউ নেই, মামা কোথায় বেরিয়েছে, সে শয্যাগত মামির কাছে রুমালে-বাঁধা টাকা এনে বললে—মামিমা, এ টাকা তুমি রেখেছিলে ছোলার কলসিতে ?

বিমলার তখন ভীষণ জ্বর, গা তেতে তপ্ত খোলার মতো। সে তাড়াতাড়ি জ্বর-অবস্থায় উঠে হাত বাড়িয়ে বললে—দে, আমার টাকা—

অতুল সেই সময় ঘরে ঢুকে সব শুনে বললে—তুমি শোও, শোও—টাকার জন্যে কি ?শুয়ে পড়ো।

—আমার এই টাকাগুলো রেখে দেবে ?

—হ্যাঁ আমি রেখে দিচ্ছি, রেখে দিচ্ছি।

—দাঁড়াও ক'টাকা গুনে রেখে দিই। এক, দুই, তিন—এই আঠারো টাকা সাত আনা। কোথায় রেখে দেবে ?

—আমি ঠিক জায়গাতে রেখে দেব। তুমি নিজের বুদ্ধিতে টাকা রাখতে গিয়ে হারিয়েছিলে তো টাকাটা ! বিন্দি না দেখলে ঝি মাগী চক্ষুদান করেছিল আর কি ! আমার কাঠের বাক্সটাতে রেখে দেব, কেমন ?

—রেখে দাও। তুমি যেন খরচ করে ফেলো না তা বলে ! ও আমার টাকা, আঠারো টাকা সাত আনা—মনে করে রেখে দিলাম।

তার পর বিমলার অসুখ ভীষণ বেড়ে গেল। অতুলের পাড়াগাঁয়ের ছোট্ট সংসার—মেটে ঘর, খড়ের চালা। সংসারে আছে মাত্র ভাগ্নী আর স্ত্রী। আর দ্বিতীয় পুরুষমানুষ নেই। সে পড়ে গেল মহা মুশকিলে। রোজ মহকুমা থেকে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে ডাক্তার আনতে হয়। খরচ যা পড়ে, তাতে সামান্য খাজনাপত্রের আয়ে কোনোমতেই কুলোয় না, কদিনেই বেশ কিছু ঋণগ্রস্ত হতে হল।

বিমলার জ্ঞান-চৈতন্য নেই। যখন একটু জ্ঞান হয়, তখন কেবল বলে—জল খাব, আমায় জল দাও—এক ঘটি জল দাও—

তার পরেই আর জ্ঞান থাকে না।

ডাক্তার বললে, চেষ্টার তো ত্রুটি করছি নে অতুলবাবু, তবে এই সোমবারটা না কাটলে কিছু বলতে পারব না।

—ও বাঁচবে তো ডাক্তারবাবু ?

—কি করে বলি বলুন, সবই ভগবানের হাত। কাল একটা ইনজেকশন দেব ভাবছি।

ইনজেকশনের কথা শুনে বিমলা ভয় পেয়ে গেল। ইনজেকশন করলে ভারি নাকি লাগে, গা ফুঁড়ে ওষুধ দেওয়া, সে নাকি বড় খারাপ কথা। অতুল নানারকমে তাকে বুঝিয়ে রাজী করালে।

রাত্রে আবার বিমলা বললে, হ্যাঁগা, কাল সকালে আমাকে নাকি ইনজেকশন দেবে ?

—কেন, তখন তো তুমি রাজী হলে ?

—একটা কথা বলব ?আমায় আর ওসব কষ্ট দিয়ো না।

—কেন, কি হল আবার ?

—আমি এবার বাঁচব না। তোমার অদৃষ্টে বউ নিয়ে সংসার করা নেই দেখছি।

—ওসব কথা বলতে নেই এখন। ছিঃ, চুপ করে শুয়ে থাক।

—তোমার কোনো বুদ্ধি নেই। যা বলছি তাই শোন।

—শুনেছি। তুমি বেশি কথা বোলো না। ডাক্তারে বারণ করে গিয়েছে।

—হ্যাঁগা, তুমি আমায় বাঁচিয়ে তুলতে পারবে ?

—সে আবার কি কথা ! নিশ্চয়ই ! তোমার কি হয়েছে ?এর চেয়েও শক্ত অসুখ হয় লোকের, তারা বেঁচেও ওঠে।

বলে অতুল কে কোন্ দুঃসহ ব্যাধি থেকে মুক্তি পেয়েছে তারই তালিকা, কতক স্মৃতি থেকে কতক কল্পনার ওপর নির্ভর করে আবৃত্তি করতে লাগল স্ত্রীর শিয়রে বসে। রায়দের বাড়ির বড়-বউ পাঁচ মাস অসুখে ভুগে কঙ্কালসার হয়ে গিয়েছিল, ননী চকত্তি এই ধরনের টাইফয়েডে ভুগে বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, তারা সেরে সামলে উঠে দিব্যি সংসারধর্ম করছে।

বিমলা বললে, সে কতদিন আগে ?

—ওঃ, তখন নিরু বেঁচে আছে। তুমি তখন হয়তো জন্মাওনি।

—আমাকে তুমি বাঁচাও। তোমার কাছ ছেড়ে আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না, স্বর্গেও না।

—তোমার তো সেরে গিয়েছে। ভাবনা কিসের ?চুপটি করে শুয়ে থাক তো।

—সত্যি আমায় তুমি বাঁচাতে পারবে ?

অতুল দেখলে বিমলার রোগজীর্ণ কপোল বেয়ে চোখের জল গড়িয়ে পড়ছে, মুখের ভাব এত বদলে গিয়েছে যে ওকে সেই বিমলা বলে চেনাই যায় না। ওর মাথার চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিয়ে আদর করতে করতে অতুল বললে, অমন কথা বলে না। নিশ্চয়ই বেঁচে উঠবে, সে আবার একটা কথা কি !

বিমলা নিশ্চিন্ত হয়ে ছেলেমানুষের মতো ঘুমিয়ে পড়ল।

সোমবারের বিপদ ঈশ্বরের ইচ্ছায় কেটে গেল এবং বিমলা ক্রমে ক্রমে ব্যাধিমুক্ত হয়ে পথ্য পেলে দু মাস অতি কঠিন রোগভোগের পরে। অসুখ সেরে উঠে বিমলার মস্তিষ্ক কেমন দুর্বল হয়ে গেল, কোনো কথাই সে মনে রাখতে পারে না। আট দশ দিন এভাবেই কাটল। সকালবেলা আহারাদির পরে হয়তো একটু চুপ করে শুয়ে থাকে, তার পর দুপুরের দিকে উঠে বিছানায় বসে জয়ন্তীকে ডাকাডাকি করে—ও বিন্দি, শুনে যা—ও বিন্দি—

—কি মামিমা ?

—কত বেলা হয়ে গেল, আমায় ভাত দিবি নে ?

—সে কি মামিমা ! তুমি রোগা মানুষ, নটার সময় যে তোমাকে ভাত দিয়ে খাইয়ে গেলাম পাশে বসে !

—না, আমি খাইনি—দে, ভাত দে—

—তুমি ভুলে গেলে মামিমা, ভাত দিয়ে গেলাম যে ! তুমি যে খেয়ে শুয়ে ছিলে—

—হ্যাঁ, তোদের সব মিথ্যে কথা। আমায় খেতে দিবি নে তাই বল্। দে দুটো ভাত !...বিমলা ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে শুরু করলে।

জয়ন্তী স্নেহের সুরে বললে—কাঁদতে নেই মামিমা, ছিঃ, তোমার মনে থাকে না কিছু। ভাত তোমাকে খাইয়ে গিয়েছি—আচ্ছা মামাবাবু এলে জিজ্ঞেস করো—

—হ্যাঁ, যেমন তুই তেমনি তোর মামাবাবু—আমি এদিকে খিদের জ্বালায় মরছি—

জয়ন্তী নানারকমে ভুলিয়ে তার দুর্বলমস্তিষ্ক মামিমাকে শান্ত করে ঘুম পাড়ালে।

শ্রাবণের শেষ। ভীষণ বর্ষা পড়ে গেল। দিন নেই রাত নেই, সব সময় বৃষ্টি। খানাডোবা জলে থৈ থৈ করছে, পটলের ক্ষেত সব জলে ডুবে গিয়েছে বলে হাটে-বাজারে পটল বেজায় আক্রা।

একদিন বিমলা স্বামীকে ডেকে চুপি চুপি অপরাধিনীর মতো বললে—ওগো, একটা কথা বলব ?

—কি ?

—আমি একটা ভুল করে বড় লোকসান করে ফেলেছি,—বল আমায় বকবে না ?

—আগে শুনি না ?

—বকবে না আগে বল—

—আচ্ছা, বকছি নে।

—দেখো তুমি সেই একবার আমায় টাকা দিয়েছিলে, মনে আছে ?আমার অসুখের আগে ?সে আমি তাকের ওপর ছোলার কলসিটার মধ্যে রেখেছিলাম। আজ আস্তে আস্তে ভাঁড়ারঘরে গিয়ে ছোলার কলসিটা পেড়ে দেখলাম সে টাকা নেই। সে তো কেউ জানত না। আমার অসুখের সময় কে বের করে নিয়েছে। আমার মনে হয় ঝি মাগীটা—এখন কি ও কবুল যাবে ?কত টাকা ছিল তোমার মনে আছে ?

অতুলের মনে কি কুবুদ্ধি চাপল। অনেক টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে স্ত্রীর অসুখে। বেশি তো নয়, আঠারো টাকা সাত আনা মাত্র। বিমলার মনে নেই যে ভীষণ অসুখের সময় টাকাটা সে তারই হাতে দিয়েছিল। বললে, তা থাক গে। গিয়েছে তো গিয়েছে—সামান্য টাকা—

—ঝিকে একবার বলো না ?

—ও ঝগড়া বাধাবে তা হলে। কেউ তো ওকে দেখেনি টাকা নিতে ?কি আর হবে !

কত টাকা তোমার মনে আছে ?একটা ময়লা রুমালে বাঁধা ছিল মনে হচ্ছে যেন। আহা, কতগুলো টাকা—আমার অদেষ্টেই গেল ! তুমি কিছু মনে করো না—লক্ষ্মীটি ! রাগ করবে না আমার ওপর ?তোমার ক্ষেতি-লোকসান করতেই আমি আছি।

বিমলা নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল।

একবার অতুলের মনে হল সব কথা স্ত্রীকে মনে করিয়ে দেয়। বলে, ভেবো না, লক্ষ্মীটি— ঠাট্টা করছিলাম। টাকা যে সেই তুমি আমার হাতে—

কিন্তু তখনই ভাবলে, হবে হবে—এর পরে দেব। এই ধাক্কাটা সামলে নিই তো, সামান্য টাকা, দিলেই হবে এর পরে।

ভাদ্র মাস পড়বার আগেই ঘুঘু-ডাকা সুদীর্ঘ শ্রাবণের এক দ্বিপ্রহরে নৌকাযোগে সে তার স্ত্রীকে বাপেরবাড়ি রেখে এল। এত বড় অসুখ থেকে উঠল, বাপ-মায়ের কাছে একবার যাওয়া উচিত।

বিমলা আর ফেরেনি।

শীতের প্রথমে সামান্য জ্বর থেকে দাঁড়াল নিউমোনিয়া, দুর্বল শরীর সামলাতে পারলে না সে ধাক্কা। অতুলের সঙ্গে দেখাও হয়নি শেষ সময়টা। স্বামী বা দু-পাঁচটা সঞ্চিত টাকা যা পাউডারের কৌটোটাতে ছিল নিজের তোরঙ্গটাতে—সব ফেলে রেখে চলে গেল।

এর পর সাত বৎসর অতীত হয়ে গিয়েছে।

অতুলের বয়সও ভাঁটিয়েছে, মাথার চুলে পাক ধরেছে, দেখলেই মনে হবে যৌবন বিদায় নিয়েছে কিছুকাল আগে। এখন রাস্তার কনট্রাক্টরি করে হাতে দু'পয়সা করেছেও। আগের চেয়ে অবস্থা ঢের ভালো। গ্রামের মধ্যে একজন সঙ্গতিপন্ন লোক সে বর্তমানে। এবার স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছে।

শীতকালের দিন। সে বসে চৌকিদারের মাসিক বেতনের বিল পরীক্ষা করছে, এমন সময়ে পাশের ঘর থেকে সরোজিনীর (তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী; দুটি ছেলে ও একটি মেয়েও হয়েছে) উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—শোন শোন, শিগ্‌গির ইদিকে এসো তো ! দেখো দেখো—

কি না জানি বিপদ ঘটেছে ভেবে অতুল ছুটে গিয়ে দেখল স্ত্রী ঘর পরিষ্কার করতে করতে পৈতৃক আমলের যে বাক্সটাতে সাবেক আমলের জমিজমার খাতা, পুরোনো চেকদাখিলা, কাগজপত্রইত্যাদি আছে তার মধ্যে থেকে কীটদষ্ট বিবর্ণ একটা নেকড়ার পুঁটুলি বার করে হাতে তুলে ধরে বললে, এই দেখো ! আজ ভাবলাম পুরনো বাক্সটা ঝেড়ে-ঝুড়ে সাফ করি, কাগজপত্তরের ভেতর এই দেখ কি ছিল ! কি বলো তো এটা ?বোধ হয় টাকাকড়ি ! খুলে দেখি দাঁড়াও।

পরে ক্ষিপ্রহস্তে পুঁটুলির গেরো খুলে বললে, দেখো দেখো—টাকা আর খুচরো ! দাঁড়াও গুনি—

আনন্দপূর্ণ উত্তেজিত কণ্ঠে সে শুনতে লাগল—এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ—ওঃ দেখি—

গোনা শেষ করে খুশির দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে বললে, হুঁ হুঁ, এ কিন্তু আমি দেব না। কর্তাদের আমলের রাখা নিশ্চয়ই। এতদিন তোমরা তো কেউ পাওনি ! একখানা রুমালে বাঁধা—দেব না ?

অতুল চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ।

অনেকদিন আগেকার একখানা জ্বরদীপ্ত আরক্ত মুখ...ছেলেমানুষের মতো লোভার্ত দৃষ্টি...এক বর্ষার মেঘমেদুর দিন..শ্রাবণ মাস...

সে শুধু কলের পুতুলের মতো বললে, কত আছে বললে ?

সরোজিনী হেসে ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বললে, আঠারো টাকা সাত আনা ! এ আমি আর দিচ্ছি নে ! আমি পেলাম, এ আমি নেব।